দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

C16

শিক্ষাঙ্গন

পরীক্ষা পিছিয়ে যায় কেন?

আমরা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত বাংলাদেশ কৃষি কলেজে অধ্যয়নরত ২য় বর্ষের, কৃষি (অনার্স) পরীক্ষার্থী। উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সনে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে ১৯৮৪ সনে এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হই এবং নিয়মিতভাবে পরীক্ষা পাস করেও ১৯৮৭ সনের এই জুলাই মাসে এখনও আমরা ২য় বর্ষের ছাত্র। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাংলাদেশের আর কোন উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের সেশন আমাদের চেয়ে পিছিয়ে নেই। সেশনজট একটি অন্যতম সমস্যা যার মূল কারণ হচ্ছে পরীক্ষাসংক্রান্ত। কোন বিশেষ কারণ ছাড়াই যখন-তখন পরীক্ষা পিছিয়ে যায়। এমনকি পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার পর পরীক্ষা শেষ হতে কয়েক মাস পর্যন্ত লেগে যায়। তার পরেও ফল প্রকাশ নিয়ে বিলম্ব। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, দু'টি কৃষি কলেজসহ ৩/৪শ' ছাত্রের ফল প্রকাশ করতে ২/৩ মাস লেগে যায়। অথচ যেখানে মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫/২০ দিনে ফল প্রকাশ করা হয়। আর বার বার পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ার কারণসমূহ আরো কৌতূহলজনক। উল্লেখ্য, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আরো দু'টি কৃষি কলেজের পরীক্ষা যে সম্পৃক্ত তা যেন কর্তৃপক্ষ ভ্রুক্ষেপই করেন না। আরমা ১২ মাসের কোর্স ২০ মাসে শেষ করে ১৯৮৬ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে দ্বিতীয় বর্ষে উঠি। ১৯৮৬ সনের ২৮ ডিসেম্বর সপাপ্তি পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা ২ বার পিছিয়ে ১৮ এপ্রিল নির্ধারিত হয়। কিন্তু পূর্ববর্তী বৎসরের ৪০ জন ছাত্রের রেফার্ডের রেজাল্ট ৩ মাস পরে আমাদের পরীক্ষার পূর্বে প্রকাশ করা হয় এবং একজন ফেল করায় আমাদের পরীক্ষা আবারো পিছিয়ে যায়। কিন্তু তার পরেও ইত্যাদি নানাবিধ কারণে পিছিয়ে ৬-৬-৮৭, তার পর ১০-৬-৮৭ অবশেষে ১৯-৬-৮৭ তারিখে আরম্ভ হয় এবং দু'টো পরীক্ষা হতেই আবার বন্ধ। দুঃখজনক এই পরীক্ষা পিছানোর সংবাদ পাই আমরা পরীক্ষার পূর্বরাতে। আবারো ১-৭-৮৭ তারিখের পরীক্ষা পিছিয়ে ৮-৭-৮৭ তে হওয়ার কথা কিন্তু তা আর শেষ পর্যন্ত হয়নি এবং আদৌ ঈদের পূর্বে আরম্ভ হবে কি-না তাও অনিশ্চিত। তাই ১৯৮৭ সনে দ্বিতীয় বর্ষ সমাপ্তি হবে কি-না চিন্তার বিষয়। তাই আমাদের কথা নয়, অভিভাবকদের কথা— কর্তৃপক্ষের কাছে— এভাবে আর কত দিন?

—ফরিদ আহমদ

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে বিষয়গুলোর উপর বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) বা সমাজ পাঠ বিষয়ের উপর ১০০ নম্বরের পরীক্ষা হয়ে থাকে। এই বিষয়ের প্রশ্নপত্রটিকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তিনটি অংশে ভাগ করে থাকেন। যেমন— "ক" বিভাগ ইতিহাস অংশ, "খ" বিভাগ ভূগোল অংশ এবং "গ" বিভাগ পৌরনীতি অংশ।

কিন্তু ৫ম শ্রেণীর বর্তমান সমাজ পাঠ বইটিতে বাংলাদেশের নানা দিক নিয়ে আলোচনার সুবিধার জন্য বইটিকে আটটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। তাতে প্রথম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে পৌরনীতি বিষয়বস্তু স্থান পেয়েছে। একমাত্র দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। তৃতীয় হতে পঞ্চম অধ্যায়ে ভূগোলের বিষয়বস্তু রয়েছে। অথচ প্রশ্নকর্তাগণ প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তুকে ইতিহাস হিসেবে মনোনীত করে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করে থাকেন। কিন্তু বইটির প্রথম অধ্যায়ে আমাদের জাতীয়তা, জাতীয় সংগীত, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা, শাসনবিভাগ, বিচার বিভাগ, নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। আর এগুলোর প্রতিটি বিষয় পৌরনীতির অংশ। এ জন্য বইটির বর্তমান রচনা কৌশলের প্রতি লক্ষ্য না রেখে পূর্বরীতি অনুসরণ করে প্রশ্ন করা হয় বলে প্রশ্নপত্র ভুলভাবে করা হয়। যেমন— ১৯৮৫ সালে ঢাকা বিভাগে সমাজ পাঠের ইতিহাস অংশের ১নং প্রশ্নটি ছিল নিম্নরূপ— "বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার বিভিন্ন মাপ উল্লেখ কর ও জাতীয় পতাকার অংশন প্রণালী বর্ণনা কর।" একই বিভাগে ১৯৮৬ সালের ইতিহাস অংশের ১নং প্রশ্ন ছিল এইরূপ— (ক) সরকারের প্রধান কর্তব্য আলোচনা কর, (খ) নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি কি? একইভাবে খুলনা বিভাগে ইতিহাস অংশের প্রশ্নে বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। উক্ত প্রশ্নের বিষয়বস্তুকে পাঠক পৌরনীতির বিষয়বস্তু হিসেবেই স্বীকার করবেন। কিন্তু প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টিতে তা ইতিহাসের বিষয়ে পরিণত হওয়ার কারণ আমাদের বোধগম্য নয়।

আশা করি কর্তৃপক্ষ আগামীতে প্রশ্নে কোন প্রকার বিভাগ না রেখেই প্রশ্ন প্রণয়ন করবেন এবং কোমলমতি শিশুদের মাঝে ইতিহাস ও পৌরনীতির বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণাদানে বিরত থাকবেন। —মহিউদ্দিন আহমেদ